সে অপেক্ষায় আছে

শফিউর রহমান

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উৎসর্গ

আমার মা-বাবা

(যারা আমাকে জন্ম দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন)

এবং

বই পড়তে আগ্রহী সকল মানবজাতির প্রতি...

ভূমিকা

লেখালেখি আমার কাছে শুধু কাগজে কলম চালানো নয়, এটি আমার অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কিছু দেখি, অনুভব করি, কখনো হাসি, কখনো কাঁদি। সেই অভিজ্ঞতাগুলোই কখনো গল্প হয়ে ওঠে, কখনো চরিত্রের মাঝে ঢেলে দেই আমার দেখা বাস্তবতা।
"সে অপেক্ষায় আছে"—এই বইটি তেমনই এক অনুভূতির ফসল। এখানে রয়েছে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি, মানুষের আবেগ-অনুভূতি, অপেক্ষার ব্যাকুলতা, আর কিছুটা কল্পনার মিশ্রণ। এই গল্পটি আমার খুব কাছের, কারণ এর প্রতিটি মুহূর্তে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। লেখার অনুপ্রেরণা এসেছিল হঠাৎ করেই। কোনো এক সন্ধ্যায়, কোনো এক গল্প শুনে, বা হয়তো নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা ফিরে তাকিয়ে দেখেই। আমি অনুভব করলাম, অপেক্ষা শুধু সময়ের বিষয় নয়, এটি অনুভূতিরও ব্যাপার। কেউ অপেক্ষা করে প্রিয়জনের জন্য, কেউ স্বপ্নপূরণের জন্য, আবার কেউ অপেক্ষা করে এমন কিছুর জন্য যা সে নিজেও জানে না।

এই বইয়ের প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি অধ্যায় যেন জীবনের একেকটি স্তর তুলে ধরেছে। বাস্তবতার রঙে রাঙানো হলেও, মাঝে মাঝে কল্পনার মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে বাস্তবতার সূর্যকে। ঠিক যেমন আমাদের জীবনেও বাস্তবতার মাঝে কল্পনা এসে ঠাঁই নেয়।
আমি আশা করি, পাঠকগণ এই গল্পের প্রতিটি অনুভূতি উপলব্ধি করবেন, চরিত্রগুলোর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবেন, এবং হয়তো নিজের জীবনের কোনো অপেক্ষার মুহূর্তের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন।এই বইটি লেখার সময় আমি অনেক আবেগের ভেতর দিয়ে গিয়েছি, কখনো আনন্দ, কখনো বিষাদ।

আশা করি, আপনাদের পাঠের সময়ও এই অনুভূতিগুলো স্পর্শ করবে। পাঠকদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আপনাদের প্রতিক্রিয়াই আমার লেখার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

শুভকামনায়,
শফিউর রহমান

সূচিপত্র:

অধ্যায়	:	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	:	হলুদ কাগজের বার্তা	৬
অধ্যায় ২	:	বোটানিক্যাল গার্ডেনের রহস্য	৭
অধ্যায় ৩	:	চিরন্তন রহস্য	১০
অধ্যায় ৪	:	অন্ধকারের প্রান্ত	১২
অধ্যায় ৫	:	অজ্ঞাত পথ	১৫
অধ্যায় ৬	:	বাস্তবতার ঝাপসা সীমা	১৭
অধ্যায় ৭	:	সীমান্তের ওপারে	২০
অধ্যায় ৮	:	কল্পনা ও বাস্তবতার অমীমাংসিত সীমানা	২৩
অধ্যায় ৯	:	সত্যের সম্মুখীন	২৫
অধ্যায় ১০	:	কল্পনার শেষ সীমানা	২৮
অধ্যায় ১১	:	নিজেকে খুঁজে পাওয়া	৩০
অধ্যায় ১২	:	শূন্যতার গভীরে	৩৩
অধ্যায় ১৩	:	অন্ধকারের মধ্য দিয়ে	৩৫
অধ্যায় ১৪	:	অজানা আলোর দিকে	৩৭
অধ্যায় ১৫	:	অন্ধকারের দরজা	৪০
অধ্যায় ১৬	:	চিরকালীন প্রশ্ন	৪৩
অধ্যায় ১৭	:	পথ হারানো	৪৫
অধ্যায় ১৮	:	অন্ধকারের মাঝখানে	৪৭
অধ্যায় ১৯	:	অজানা দিক	৪৯
অধ্যায় ২০	:	সত্যের মুখোমুখি	৫১
অধ্যায় ২১	:	ছায়ার কাছে ফিরে যাওয়া	৫৩
অধ্যায় ২২	:	অদৃশ্য উপস্থিতি	৫৫
অধ্যায় ২৩	:	ছায়ার অন্তরালে	৫৭
অধ্যায় ২৪	:	প্রতিচ্ছবির ওপারে	৬০
শেষ অধ্যায়	:	নিরবচ্ছিন্ন পথচলা	৬৩

অধ্যায় ১ : হলুদ কাগজের বার্তা

আমি এই শহরে অদৃশ্য হয়ে হাঁটি। রাস্তায় হাজার লোক, কেউ চিনে না, কেউ দেখে না। আমি নিজেকে আকাশের এক টুকরো মেঘ ভাবি, যে হঠাৎ কোথা থেকে এসে কোথায় মিলিয়ে যায়— কেউ জানে না। আমার নাম তূর্য। নামটা মা রেখেছিল, বাবা তেমন পাত্তা দেয়নি। বাবা বলতো, ‘এই ছেলে কেমন জানি অদ্ভুত! চোখেমুখে উদ্ভ্রান্ত ভাব, কথাবার্তায় কোনো যুক্তি নেই, মাঝেমাঝে তো আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়!’

আমি আসলেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। কখনো রাত তিনটায় নির্জন রাস্তায় হাঁটি, কখনো শহরের কোনো এক কোণে বসে মানুষের চেহারা দেখি। কখনো নদীর পাড়ে বসে ভাবি, এই জীবন কি আসলেই বাস্তব, নাকি আমি কোনো স্বপ্নের মধ্যে বাস করছি?

আজ সকাল থেকে আমি এক নতুন সংকটে। আমি আমার থাকার জায়গাটা হারিয়েছি। এর আগে যেখানে থাকতাম, বাড়ির মালিক আমাকে বলেছে, ‘তূর্য সাহেব, আপনি এমন উদ্ভট মানুষ যে আপনার জন্য আমাদের ভাড়াটিয়ারা ভয় পায়। আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে বাসা ছাড়ুন।’

আমি ভয় পাইনি। আমার কাছে বাসা-গৃহস্থালি এইসবের কোনো মূল্য নেই। আমার কাছে সবকিছুই এক রকম। পথের ধুলো আর ঘরের মেঝে—একই ব্যাপার। তবে আজ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

আমি বসেছিলাম ঢাকার শাহবাগে। একটা বাচ্চা মেয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা ছোট্ট হলুদ কাগজ।

___এইটা আপনার জন্য।